গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ১ সংখ্যা ১ আগস্ট ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

৫ আগস্ট স্মরণে

৫ই আগস্ট মহান মার্ক্সবাদী দার্শনিক, মেহনতি মানুষের মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথপ্রদর্শক, শিক্ষক ও নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস। দেশের রাজনীতিতে সংসদীয় শাসক ও বিরোধী দলগুলির চূড়ান্ত ভ্রষ্টাচার ও নীতিহীন রাজনীতির পাশাপাশি এস ইউ সি আই-এর যে সংগ্রামী রাজনীতি, দলের নেতা ও কর্মীদের বিপ্লবী জীবন, কর্মনিষ্ঠা, আদর্শনিষ্ঠা দেখে সাধারণ মানুষ অনেকেই আজ অবাক হন, তার মূলে রয়েছে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী আদর্শ ও সে-সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা। আজ যখন বড় বড় সমস্ত দল সংকট জর্জরিত, দুঃখক্লিষ্ট, অসহায় জনসাধারণকে পরিত্যাগ করে মালিকশ্রেণীর সমর্থনে গদি দখল এবং দুর্নীতির পঙ্কস্রোতে গা ভাসিয়েছে, তখন কমরেড শিবদাস ঘোষের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সর্বহারাশ্রেণীর দল এস ইউ সি আই উন্নত রুচি-সংস্কৃতির আধারে, ভবিষ্যৎ বিপ্লবী লড়াইয়ের পরিপূরক গণআন্দোলন গড়ে তুলছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যেই কমরেড ঘোষ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে আপসে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য

ছয়ের পাতায় দেখুন

সর্বোচ্চ আদালতের এই রায় কি ন্যায়সঙ্গত ?

২১ জুলাই, ২০০৩ ভারতবর্ষের শ্রমজীবী মানুষের কাছে একটি 'কালা দিন' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই দিনে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ আদালত এক কলমের খোঁচায় কেড়ে নিয়েছে সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট করার অধিকারকে। আদালত এখানেই থামেনি, এমনকি 'হাতিয়ার' হিসাবে 'ধর্মঘট' যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সে কথাও আদালতের রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এর আগে ২০০০ সালে সর্বোচ্চ আদালত ১৯৯৭ সালের কেরালার আদালতের ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার রায়কেই বহাল রাখে। কিছুদিন আগে এস ইউ সি আই-এর ডাকা বাংলা বন্‌ধের প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের আদালতও বন্‌ধকে বেআইনি ঘোষণা করেছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সর্বোচ্চ আদালত থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজ্যের আদালতগুলি শ্রমজীবী মানুষ তথা সাধারণ মানুষের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি কেড়ে নেবার অভিযান শুরু করেছে। অথচ যে বুর্জোয়া জুরিসপ্রুডেন্সের (মৌলিক বিচারনীতি) উপর ভিত্তি করে বর্তমান আদালতগুলি গড়ে উঠেছে সেখানে কিন্তু মানুষের ন্যায়সঙ্গত দাবির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার অধিকার স্বীকৃত। ধর্মঘট করার অধিকার এই গণতান্ত্রিক অধিকারেরই অঙ্গ। এই অধিকারগুলি শ্রমজীবী মানুষ বহু রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একদিন অর্জন করেছে।

অতীতে এদেশে বহু আন্দোলনের ইতিহাস রয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল সময়ে সারা ভারত ডাক-তার কর্মচারীদের ঐতিহাসিক ধর্মঘট হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে ইন্দিরা সরকারের আমলে ১৯৭৪ সালে সারা ভারত রেল কর্মচারীদের ধর্মঘট বেশ কিছুদিন ধরে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার মিলিটারি নামিয়ে নির্মমভাবে সেই আন্দোলন দমন করেছিল। সেদিনও কিন্তু সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ও ধর্মঘটের অধিকারকে এভাবে বেআইনি ঘোষণা করা হয়নি। তাহলে বুর্জোয়া জুরিসপ্রুডেন্সের বর্তমান উত্তরসূরিরা আজ মানুষের যতটুকু গণতান্ত্রিক অধিকার অবশিষ্ট আছে তাও কেড়ে নিতে উদ্যত কেন ? একথা আমাদের ভাল করে বুঝবার দরকার আছে।

পেনশন সংক্রান্ত কিছু সুযোগসুবিধা অন্যায়ভাবে কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক পথে বহু আবেদন-নিবেদন জানাবার পর প্রতিকার না পেয়ে অবশেষে তামিলনাড়ুর লক্ষাধিক সরকারি কর্মচারী গত ২ জুলাই থেকে ধর্মঘট শুরু করে। প্রতিহিংসাপরায়ণ জয়ললিতা সরকার, সরকারি ক্ষমতার

সাতের পাতায় দেখুন

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল কেন্দ্রীয় কমিটি

তামিলনাড়ু সরকারি কর্মচারীদের একটি আপীলের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২১ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট 'সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট করার অধিকার নেই' বলে যে রায় দিয়েছে, তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এস ইউ সি আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটি এক বিবৃতিতে বলেছে — এই রায় সমগ্র বিশ্বের গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্রমবিকাশের ইতিহাসকেই কার্যত নস্যাৎ করল এবং সর্বোপরি ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর ওপর এক মারাত্মক আঘাত হানল।

এই রায়ের অন্তর্নিহিত ভয়াবহ তাৎপর্যে গভীর উদ্বেগ ব্যক্ত করে কেন্দ্রীয় কমিটি দেশের গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন জনগণ ও শ্রমিকশ্রেণীকে এই রায়ের পরিণাম কী হতে পারে, তা ঠিক ঠিক ভাবে উপলব্ধি করার জন্য এবং এই রায় যাতে সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে সেই দাবিতে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছে।

আন্দোলনের চাপেই সরকার মেডিক্যালে বর্ধিত ফি কমাচ্ছে

পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রসমাজ আবার প্রমাণ করল, ন্যায্য দাবিও একমাত্র আন্দোলন করেই আদায় করা যায়। মেডিক্যালে ব্যাপক হারে টিউশন ফি বাড়িয়ে সরকার এখন আন্দোলনের ধাক্কায় দফায় দফায় তা হ্রাস করছে। এই দাবিতে ২৪ জুলাই ডি এস ও এবং মেডিক্যাল স্টুডেন্টস অ্যাকশন ফোরামের যৌথ আহ্বানে কলেজ স্ট্রীটের বিক্ষোভে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল পোড়ানো হয়। আগুন দিচ্ছেন ফোরামের আহ্বায়ক ডাঃ মৃদুল সরকার।

ভর্তি সমস্যা, ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদ

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৪ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন —"মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের মত উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি সমস্যাও আজ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। তার উপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনার্সের আসন সংখ্যা বেঁধে দেওয়ায় এই ভর্তি সমস্যা আরও বেড়েছে। ভর্তি সমস্যার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছেমত ভর্তির ফর্মের দাম নিচ্ছে এবং ভর্তি ফি বাড়াচ্ছে। ফলে একদিকে চূড়ান্ত ভর্তি সমস্যা এবং অন্যদিকে ব্যাপক হারে ফি বৃদ্ধি বহু ছাত্রছাত্রীর কাছে শিক্ষার দরজা চিরতরে বন্ধ করে দিচ্ছে।

পাশাপাশি মেডিক্যাল শিক্ষায় ফি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়ে (টিউশন ফি) সরকার গরিব মধ্যবিত্ত ছাত্রছাত্রীদের ডাক্তার হওয়ার সুযোগ বন্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। শুধু তাই নয়, সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ক্যাপিটেশন ফি চালু করে সি পি আই (এম)-ফ্রন্ট সরকার এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে। আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের এইসব জনবিরোধী নীতির বিরোধিতা করছি এবং দাবি করছি — ১) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ সমস্ত ছাত্রছাত্রীর ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে, ২) কোন অজুহাতেই স্কুল-কলেজে ফি বাড়ানো চলবে না, ৩) মেডিক্যালে বর্ধিত ফি প্রত্যাহার করতে হবে এবং ক্যাপিটেশন ফি চালু করা চলবে না।"

পুরুলিয়ায় জেলাশাসক দপ্তরে হাজার হাজার ছাত্রের বিক্ষোভ

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ছাত্রস্বার্থবিরোধী শিক্ষানীতির প্রতিবাদে এবং জেলার ছাত্রদের সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে ২৫ জুলাই সারা ভারত ডি এস ও-র পুরুলিয়া জেলা কমিটির আহ্বানে পুরুলিয়া শহরে প্রায়

পাঁচ হাজার ছাত্রছাত্রীর সুসজ্জিত বিক্ষোভ মিছিল হয়। ডি এম বিক্ষোভকারীদের সাথে দেখা না করায় শতাধিক ছাত্রছাত্রী ডি এম দপ্তরে ঢুকে সেখানেই অবস্থান ও অবরোধ শুরু করে। জেলার ছাত্রদের সমস্যার কথা ছাত্ররা সেখানে তুলে ধরে। লক্ষণীয়, দপ্তরের কর্মচারীরা এই সভায় উপস্থিত হন ও ছাত্রদের দাবিকে সমর্থন জানান। অন্যদিকে ঐ দিনই ছাত্রবিক্ষোভকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য পারা থানার নড়িয়া হাইস্কুলে সি পি এমের লোকজন এসে ডি এস ও-র বিলি করা বিদ্যাসাগরের ছবি সম্বলিত ২৯ জুলাই ধর্মঘটের ব্যাজ ছাত্রদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু এই ঘটনা পুরুলিয়া শহরের বিক্ষোভে যোগ দেওয়া থেকে ছাত্রদের আটকাতে পারেনি।

ডি এম-এর সাথে সাক্ষাতের দাবিতে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ডি এম অফিসের প্রধান দরজা অবরোধ করে সভা শুরু করে। এই সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অঞ্জনাভ চক্রবর্তী, জেলা সভাপতি রঙ্গলাল কুমার, সম্পাদক পরীক্ষিৎ গঁরাই এবং অন্যান্য ছাত্র নেতারা।

ছাত্র বিক্ষোভের চাপে ডি এম আগামী ৩০ জুলাই ডি এস ও-র সঙ্গে আলোচনায় বসবেন বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন।

২৯ জুলাই একই দাবিতে আহূত সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘট পালন করার আহ্বান জানিয়ে ছাত্রমিছিল শহর পরিক্রমা করে।

বীরভূমে
শিক্ষার দাবিতে ছাত্র আন্দোলন

শিক্ষায় ফি বৃদ্ধি, বেসরকারীকরণ, ভর্তি সমস্যার বিরুদ্ধে, উচ্চমাধ্যমিক স্কুল খোলার দাবিতে সারা ভারত ডি এস ও বীরভূম জেলা কমিটির নেতৃত্বে জেলা জুড়ে গত একমাস ধরে স্কুল ও প্রশাসনিক স্তরে লাগাতার বিক্ষোভ ডেপুটেশনের কর্মসূচি পালিত হয়। আন্দোলনের চাপে বহু স্কুল কর্তৃপক্ষ ডোনেশন আদায় বন্ধ করতে বাধ্য হয় এবং বিভিন্ন বিভাগে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

৯ এবং ১১ জুলাই ডি আই-কে ডেপুটেশন দেওয়ার পর গত ২২ জুলাই তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রীর এক সুসজ্জিত মিছিল সারা সিউড়ী শহর পরিক্রমা করে পি ডব্লু ডি মোড়ে পথ অবরোধ করে। পথচারী-ছাত্র-অভিভাবকদের অভাবনীয় সমর্থন দেখে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকেও অবরোধ তুলতে ব্যর্থ হয়। এ ডি এম ডোনেশন আদায় বন্ধ করা এবং স্কুলে সরকারি পাঠ্য পুস্তক সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিলে দেড় ঘন্টা পরে অবরোধ তোলা হয়। ২৯ জুলাই সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘট সফল করার জন্য মিছিল থেকে সিউড়ীবাসীর কাছে আবেদন জানানো হয়।

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির নদীয়া জেলা কনভেনশন

২০ জুলাই কৃষ্ণনগর হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয় নদীয়া জেলা স্বাস্থ্য কনভেনশন। স্বাস্থ্য পরিষেবার বেসরকারীকরণ ও ব্যবসায়ীকরণের প্রতিবাদে এবং জেলা হাসপাতালে সি টি স্ক্যান, ২৪ ঘন্টা ই সি জি ও এক্স-রে চালু, আউটডোর-ইনডোর এক জায়গায় আনা, শিশুবিভাগে ন্যূনতম একটি আই সি ইউ, ফ্রি বেড বাড়ানো এবং যথোপযুক্ত নিরাপত্তা সহ একটি পরিদর্শক নিবাস গঠনের দাবি সংক্রান্ত দুটি প্রস্তাব কনভেনশনে উপস্থিত সমস্ত মানুষের সমর্থনে গৃহীত হয়। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন জেলার বিশিষ্ট ডাক্তার গৌতম পাল ও মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান বেরা। ডাঃ গৌতম পাল বলেন, স্বাস্থ্য-শিক্ষা সহ সমস্ত বিষয়েই আজ সংকটের মূলে হল সমাজের শোষণমূলক ব্যবস্থা। তাই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে হলে এই ব্যবস্থার উচ্ছেদের প্রয়োজন। ডাঃ বিজ্ঞান বেরা স্বাস্থ্যকে বেসরকারীকরণ করার বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে বলেন, এর হাত থেকে বাঁচার একটাই পথ — তা হল আন্দোলন। সবশেষে জেলা জুড়ে শক্তিশালী স্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তুলতে ডাঃ দিব্যেন্দু মণ্ডলকে সভাপতি এবং দেবাশিস চক্রবর্তীকে সম্পাদক করে ১৬ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষক সদানন্দ কর্মকার।

শিলিগুড়িতে ছাত্র বিক্ষোভ

শিক্ষার সর্বস্তরে ব্যাপক ফি বৃদ্ধি, ডোনেশন প্রথা চালু, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে এবং ভর্তি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে এ আই ডি এস ও-র দার্জিলিং জেলা কমিটির নেতৃত্বে দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রীর এক প্রতিবাদ মিছিল শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক থেকে বেরিয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শিলিগুড়ি রোড স্টেশন মোড়ে পথ অবরোধ করে। এই পথ অবরোধে স্কুল শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসের কুশপুত্তলিকা ও টিউশন ফি বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিবৃতির কপি পোড়ানো হয়। কুশপুতুলে আগুন দেন এ আই ডি এস ও-র দার্জিলিং জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড উদয় কুণ্ডু। শহরের ব্যস্ততম স্থানে প্রখর রোদের মধ্যে এই অবরোধ চললেও মানুষের প্রবল সমর্থন ছিল। অবরোধ থেকেই শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশে পাঠানো স্মারকলিপিতে সরকারি শিক্ষানীতির ফলে আজ কীভাবে শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করা হচ্ছে, তার দৃষ্টান্ত দিয়ে অবিলম্বে এই নীতি প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। শিলিগুড়ি থানার আই সি এসে স্মারকলিপির কপি গ্রহণ করার পর অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। অবরোধ শেষে ২৯ জুলাই ছাত্র ধর্মঘটকে সফল করার জন্য সমস্ত ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষাপ্রেমী মানুষদের কাছে আবেদন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্যা কমরেড সীমা তরফদার।

সরকারী স্বাস্থ্যনীতির প্রতিবাদে মুর্শিদাবাদে কনভেনশন

চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, মহিলা ও সমাজকর্মীদের যৌথ উদ্যোগে কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক স্বাস্থ্যনীতি, বেসরকারীকরণ ও ব্যবসায়ীকরণের প্রতিবাদে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় বহরমপুর গ্রান্ট হলে গত ১৩ জুলাই। হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির মুর্শিদাবাদ জেলার সম্পাদক প্রয়াত ডাঃ প্রশান্ত দাস স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ কালিপদ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এদিনের কনভেনশনে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন বিশিষ্ট মহিলা নেত্রী প্রতিমা সিরাজ। কমিটির সভাপতি প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ প্রণব সেন অসুস্থতার কারণে লিখিত বক্তব্য পাঠান।

সম্প্রতি এই জেলার সরকারি হাসপাতালে শিশুমৃত্যুর ঘটনায় বিশিষ্ট চিকিৎসকদের নিয়ে গঠিত বেসরকারি তদন্তকমিশনের রিপোর্টে স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেহাল চেহারাটি ফুটে উঠেছে। মুর্শিদাবাদ জেলা সহ বি সি রায় হাসপাতাল এবং নানান স্থানে সাম্প্রতিক শিশুমৃত্যুতে রাজ্য সরকারের অবহেলা ও উদাসীনতার তীব্র নিন্দা করে নয় দফা দাবি সম্বলিত প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন ডাঃ শামসুল হক, শিক্ষক নেতা কমল কান্তি ঘোষ, প্রাক্তন জেলা সম্পাদক সাজেম আলি এবং হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির রাজ্য নেতা ডাঃ তিমির দাস। প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ প্রণব সেনকে সভাপতি ও প্রতিমা সিরাজকে সম্পাদিকা নির্বাচিত করে একটি জেলা কমিটি গঠিত হয়। উল্লেখ্য এদিন কনভেনশনে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় সাম্প্রতিক অজানা জ্বরে প্রায় অর্ধশত শিশুমৃত্যুর তদন্ত রিপোর্টও প্রকাশ্যে আনা হয়।

গ্রাম উন্নয়ন সমিতি

পঞ্চায়েতে সিপিএম-এর দলীয় কর্তৃত্ব কায়েমের নয়া ব্যবস্থার বিরোধিতা করলেন কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের নামে নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতকে কার্যত পাশ কাটিয়ে মনোনীত সদস্যদের নিয়ে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার। সদ্য ঘটে যাওয়া পঞ্চায়েত নির্বাচনের গোটা পর্বে এরকম একটা সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ গোপন রেখে ঠিক নির্বাচনের পরই তা ঘোষণা করা হয়। এবং সাততাড়াতাড়ি এ বিষয়ে একটা বিলও ৯ জুলাই বিধানসভায় গরিষ্ঠতার জোরে পাশ করিয়ে নেওয়া হয়।

১৬ জুলাই বিধানসভায় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ব্যয়বরাদ্দের উপর আলোচনায় এস ইউ সি আই পরিষদীয় নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও এই গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের পিছনে সরকারের লক্ষ্য সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্য রাখেন।

পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী (৪০ নম্বর দাবির অধীনে) এদিন যে ব্যয়বরাদ্দের দাবি পেশ করেন, তার বিরোধিতা করে কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার বলেন ঃ

পঞ্চায়েত মন্ত্রী এবং সরকার পক্ষের সদস্যরা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণ, জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া ইত্যাদি কথা বলছেন। এসব কথা বলে একটা পঞ্চায়েত বিলও পাশ করিয়ে নিয়ে গেলেন গত বুধবার সংখ্যাধিক্যের জোরে। ঐ বিলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে মন্ত্রী বলেছেন, ''বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া জোরদার করার এবং পঞ্চায়েত পরিচালন ব্যবস্থাকে আরও দায়িত্বশীল, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ করাই তাদের লক্ষ্য।'' খুব ভাল কথা। কিন্তু আমি উল্টো দিক থেকে কিছু বলতে চাই। সি পি এম সরকার যে বলছে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করেছি, জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছি, টাকা-পয়সা জনগণের হাত দিয়ে সদ্ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছি। এসব কথা যদি সত্য হত, তাহলে তো সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের ২৬ বছরের শাসনে জনপ্রিয় হওয়ার কথা, তাদের পিছনে জনসমর্থন ব্যাপকভাবে থাকার কথা। এ অবস্থায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয় নিয়ে সিপিএম-এর কোন দুর্ভাবনা থাকার কথা ছিল না। যারা এতো ভাল কাজ করেছে জনগণ তো ব্যালটের মাধ্যমে তাদের ঢেলে ভোট দিয়ে যাবে। তাহলে নির্বাচনের প্রাক্কালে সরকার ও সিপিএম নেতৃত্ব এতো বেশি সন্ত্রাসের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন কেন ? এরাজ্যে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের যতটুকু ঐতিহ্য ছিল, অনেকদিন আগেই সেটা নষ্ট করা হয়েছে। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে, নজিরবিহীন সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তাঁরা তাকে সমাধিস্থ করে দিলেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে একটার পর একটা খুন হল, হাজার হাজার বিরোধী প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারলেন না। সরকারের এত ভয় কিসের ? এতই যদি তারা জনপ্রিয়, তবে সন্ত্রাস করতে হল কেন ? আসলে তাঁরা জানতেন নির্বাচন যেভাবে হওয়া দরকার সেভাবে, অর্থাৎ অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হলে তাঁদের গো-হারা হারতে হবে। সেজন্যই ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি, বিরোধীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে না দেওয়া থেকে বুথ দখল পর্যন্ত সবকিছু তাঁরা করেছেন। নজিরবিহীন এই সন্ত্রাস গোটা ভারতবর্ষ লক্ষ্য করেছে।

সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য সীতারাম ইয়েচুরি মহাশয় হিন্দুস্তান টাইমস পত্রিকায় একটি নিবন্ধ লিখে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করেছিলেন। উনি লিখেছেন, এবারকার পঞ্চায়েত নির্বাচন যে রক্তস্নাত হল, তার কারণ পশ্চিমবাংলায় সিপিএম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যারা ভূস্বামী, যারা কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছে, ১১ লক্ষ একর বেনাম জমি উদ্ধার করেছে, যার মূল্য ১১ হাজার কোটি টাকা। সেই জমি ভূস্বামীদের হাত বদল হয়ে গরিব মানুষের হাতে চলে এসেছে। এজন্যই ঐ ভূস্বামী ও কায়েমী স্বার্থবাজরা সিপিএম-কে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য এই সন্ত্রাস করেছে, এর জন্য সিপিএম দায়ী নয়। ওনার ভাষায় এই সন্ত্রাস হচ্ছে শোষক ও শোষিতের মধ্যে সংগ্রাম। পশ্চিমবাংলার মানুষ সিপিএম-কে হাড়ে হাড়ে জানে, যা অন্যান্য রাজ্যের মানুষ জানে না, তাই শ্রী ইয়েচুরি ওসব কথা বলতে পেরেছেন।

বামফ্রন্ট সরকার ১১ লক্ষ একর জমি উদ্ধার করেছে বলে যে দাবি করেছে সেটা সত্য নয়। এযাবৎ মোট ১২ লক্ষ ৪৯ হাজার একরের মত যে জমি উদ্ধার হয়েছে, তার মধ্যে ১০ লক্ষ একর জমিই উদ্ধার করা হয়েছিল ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে। এই তথ্য বামফ্রন্ট সরকারের দ্বারাই নিয়োজিত মুখার্জী-ব্যানার্জী তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট 'নিউ হরাইজন ইন ওয়েস্টবেঙ্গল'-এ আছে। (রিপোর্টের উল্লিখিত অংশটি দেবপ্রসাদ সরকার উপাধ্যক্ষকে দেখান ও জমা দেন।) তাহলে ২২ মাসের যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে উদ্ধার হয়েছিল ১০ লক্ষ একর, আর ২৬ বছরে বামফ্রন্ট সরকার উদ্ধার করেছে আড়াই লক্ষ একর।

কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার বলেন, আজ পঞ্চায়েতগুলো সিপিএম-এর হাতে বাস্তুঘুঘুর বাসা হয়ে গিয়েছে। কন্ট্রাক্টর, প্রোমোটার এবং কায়েমী স্বার্থবাজ শ্রেণীর এক দুষ্ট চক্র গ্রামবাংলাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই কারণে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বিনয় চৌধুরী বলেছিলেন, ইট ইজ এ গভর্নমেন্ট অফ দি কন্ট্রাক্টর, ফর দি কন্ট্রাক্টর অ্যান্ড বাই দি কন্ট্রাক্টর। এ অবস্থায় বামফ্রন্ট সরকার যে পঞ্চায়েত বিল পাশ করেছেন, সেটা অত্যন্ত মারাত্মক। এতদিন পঞ্চায়েতকে নগ্নভাবে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করেও তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না, সন্ত্রাস-কারচুপি করে নির্বাচনে জিতেও তাঁরা নিশ্চিন্ত নন। তাই এখনও পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার যেটুকু গণতান্ত্রিক চরিত্র অবশিষ্ট ছিল, তাকেও তাঁরা খতম করতে চাইছেন। তাঁরা গণতন্ত্রের প্রসারের নামে আইনের মাধ্যমে নতুন যে ব্যবস্থা চালু করার প্রস্তাব করেছেন, যার দ্বারা জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবেন বলছেন, সেটা কোন্ ধরনের গণতন্ত্র ?

গ্রামের সাধারণ মানুষ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের নির্বাচিত করেছেন, এখন সেই পঞ্চায়েতের উপর খবরদারি করার জন্য আইন করে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি করার কথা বলছেন। একজন নির্বাচিত সদস্যের নির্বাচন ক্ষেত্র বা গ্রাম ধরে এতদিন গ্রাম সংসদ তৈরি হত, নতুন আইনের ফলে এরপর প্রতিটি গ্রাম সংসদে আবার একটি করে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি তৈরি করা হবে। এর নিয়মবিধি সম্পর্কে কেবল এটুকুই জানানো হয়েছে যে, বিশেষ এলাকার নির্বাচিত সদস্য পদাধিকার বলে ঐ সমিতির চেয়ারম্যান হবেন, বাকিরা হবেন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য। এদের উপরে পঞ্চায়েতের টাকা খরচ করার দায়িত্বও দেওয়া হবে। এদের কত টাকা দেওয়া হবে, তা এখনও সরকারিভাবে বলা না হলেও শুনছি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য মোট বরাদ্দ অর্থের ৫০ শতাংশ দেওয়া হবে। অর্থাৎ পঞ্চায়েতের টাকা খরচ করার ক্ষেত্রেও এই মনোনীত সমিতিই নিয়ামক হবে। নির্বাচিত পঞ্চায়েতকে পাশ কাটিয়ে এভাবে মনোনীত একটি সমিতির হাতে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তুলে দেওয়া কোন্ ধরনের গণতন্ত্র ? মাননীয় মন্ত্রীকে আমার জিজ্ঞাসা এর নাম কি গণতন্ত্র ? এর নাম কি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ? আসলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের নামে এই পথে আপনারা সিপিএম-এর হাতে ক্ষমতার আরও কেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা করছেন।

তিনি বলেন, আপনারা বিকেন্দ্রীকরণ ঠিকই করেছেন, তবে সেটা ক্ষমতার নয়, দুর্নীতির বিকেন্দ্রীকরণ — একেবারে তৃণমূল স্তরে তা ছড়িয়ে দিয়েছেন। গ্রামবাংলার মানুষের মধ্যে সততার যে জায়গা ছিল, আন্দোলনমুখী যে মানসিকতা ছিল, সিপিএম তাকে নষ্ট করছে দুর্নীতি ছড়িয়ে দিয়ে। সরকারি কোষাগারের টাকা মানে জনগণের টাকা, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে জনগণের টাকাই ব্যয় করা হচ্ছে, কিন্তু তার সদ্ব্যবহার হচ্ছেনা, তার কোন মনিটরিং নেই। আসলে জনগণের টাকা কাজে লাগিয়ে গ্রামে কায়েমী স্বার্থবাজ একটা চক্র তৈরি করা হয়েছে, এদের দিয়ে পঞ্চায়েতকে শাসক দলের ভোট ব্যাংক তৈরি ও তা টিকিয়ে রাখার হাতিয়ারে পরিণত করা হচ্ছে।

গ্রাম উন্নয়ন সমিতি প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, এর ফলে পঞ্চায়েতে দ্বৈত ক্ষমতার সমস্যা আসবে। নির্বাচিত বডি ও মনোনীত বডির মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ ঘটবে। এমনিতেই গ্রামবাংলায় আইনশৃঙ্খলার খুব খারাপ অবস্থা। আমার আশঙ্কা যে, এর ফলে সংঘর্ষ বাড়বে। নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো এলাকার যে উন্নয়ন পরিকল্পনা নেবে, গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে ব-কলমে সিপিএমের মনোনীত সদস্যরা সেখানে সর্দারি করবে এবং সমস্ত ব্যবস্থাটা বানচাল করে দেবে, তখন সংঘর্ষ বাড়বে, একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি করা হবে।

আরও একটি দিক লক্ষণীয়। গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কাছে গ্রামস্তরে নির্বাচিত পঞ্চায়েতের দায়বদ্ধতা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে আইনে, কিন্তু উপরের দিকে জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে এ ধরনের বাধ্যবাধকতার কোনও ব্যবস্থাই নেই, বাস্তবে জেলা পরিষদের কোনও দায়বদ্ধতাই নেই। এর আসল রহস্য হচ্ছে এই যে, ১৭টি জেলা পরিষদের মধ্যে ২টি বাদে ১৫টিই সিপিএম-এর দখলে। সেজন্য জেলা পরিষদে তথাকথিত গণতন্ত্রের দরকার নেই, খবরদারির প্রয়োজন নেই ! এই স্ববিরোধিতার মধ্য দিয়েই সিপিএমের আসল উদ্দেশ্য ধরা পড়ে যায়। নতুন ব্যবস্থায় স্ট্যান্ডিং কমিটিতে বিরোধীদের থাকবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কিন্তু সেটা কী বিরোধী দলের নির্বাচিতদের মধ্য থেকে হবে, না মনোনীত হবে, তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। নতুন আইনে ৪৯ হাজার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য পিছু ৪৯ হাজার উন্নয়ন সমিতি হবে, আবার এক একটি গ্রাম উন্নয়ন সমিতির পিছনে ৫/৬টি করে উপসমিতি থাকবে। অর্থাৎ আড়াই লক্ষের মতো উপসমিতি থাকবে। সমস্ত ব্যাপারটাই একটা জগাখিচুড়ি বিশৃঙ্খল অবস্থায়, যার কোনও দিশাও মাননীয় মন্ত্রী দিতে পারেননি।

পঞ্চায়েত সংশোধনী বিল নিয়ে আলোচনার সময় আমি বলেছিলাম, বিলটা সম্পর্কে জনমত যাচাই করা হোক, সেজন্য ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সময় নিয়ে তারপর সভায় পেশ করা হোক। সরকারের যদি সদিচ্ছা থাকত, তাহলে এত তাড়াহুড়ো না করে জনগণের মতামত নিতে পারত। সরকারের নয়া সংশোধনী বিল জনবিরোধী বলেই এ সম্পর্কে জনগণকে অন্ধকারে রেখে সরকারপক্ষ গরিষ্ঠতার জোরে বিল পাশ করিয়ে নিল।

এরপর গণতন্ত্র ধ্বংসকারী, জনবিরোধী পঞ্চায়েত নীতি ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বিরোধিতা করে কমরেড সরকার বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করেন।

যাদবপুরের ঐতিহ্যসম্পন্ন কে এস রায় টিবি হাসপাতাল বেসরকারি মালিকের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার যে 'মৌ' স্বাক্ষর করেছে, তার প্রতিবাদে ২৬ জুলাই হাসপাতাল বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকে এক বিক্ষোভ মিছিলে ঐ 'মৌ'-র কপি পোড়াচ্ছেন অতুল দে, ডাঃ অংশুমান মিত্র, ডাঃ কিশোর শংকর রায় ও ডাঃ অশোক সামন্ত।

জলপাইগুড়িতে ডি এস ও-র বিক্ষোভ মিছিল

স্কুল কলেজে ব্যাপক বর্ধিত ফি, ডোনেশন আদায়ের প্রতিবাদে এবং ভর্তি সমস্যার সমাধান, কচুয়া বোয়ালমারী ও পাঁচিরাম নাহাটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চমাধ্যমিক করা, জলপাইগুড়ি শহরে হিন্দিমাধ্যম মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে, শিক্ষার বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের প্রতিবাদে ১৫ জুলাই সারা ভারত ডি এস ও-র জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির আহ্বানে সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রীর দৃপ্ত মিছিল জলপাইগুড়ি শহর পরিক্রমা করে জেলা শাসক অফিস অভিযান করে।

মিছিল শুরুর আগে সমাজপাড়া মোড়ে জেলার বিশিষ্ট ছাত্রনেতা কমরেড নিরঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে এক সংক্ষিপ্ত সভায় সংগঠনের রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সর্বনাশা শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, একমাত্র ডি এস ও ছাত্র স্বার্থে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২৯ জুলাই সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। এই ছাত্র ধর্মঘট সফল করার জন্য তিনি সর্বস্তরের ছাত্র ও অভিভাবকদের কাছে আহ্বান জানান।

মিছিল জেলাশাসকের অফিসে পৌঁছালে সংগঠনের জেলা সভাপতি কমরেড তপন রায়ের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ৭ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি জেলাশাসককে প্রদান করেন।

মুর্শিদাবাদ

স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির বিক্ষোভ

স্বনিযুক্তি প্রকল্পে ঋণগ্রহণকারী বেকার যুবক জঙ্গীপুর মহকুমার সূতী ব্লকের অরুণ সিংহকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে, ঋণগ্রহীতা যুবকদের উপর পুলিশি ও প্রশাসনিক হয়রানি বন্ধ করা ও সমস্ত মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে সারা ভারত স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে ১৬ জুলাই তিন শতাধিক যুবকের বিক্ষোভ মিছিল বহরমপুর শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে জেলাশাসক ভবনে ঢুকতে গেলে বিরাট পুলিশ বাহিনী তাদের বাধা দেয়। ডেপুটেশনের নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় আগে জানানো সত্ত্বেও ডেপুটেশন নেওয়ার কেউ না থাকায় প্রশাসনিক ভবনের মূল গেটে ব্যাপক বিক্ষোভ চলার ফলে প্রশাসন আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়। ৫ জনের এক প্রতিনিধি দল ডেপুটেশনে যায়। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সমিতির রাজ্য সম্পাদক নন্দদুলাল দাস, তপন চন্দ্র, আবুল আতাহার, ইয়াসতুল্লা সেখ, আবুল ফজল, ইমদাদুল হক প্রমুখ।

বর্ধমান

সুচিকিৎসার দাবিতে বিক্ষোভ

'স্বাস্থ্যের অধিকার রক্ষা পক্ষ' পালনের অঙ্গ হিসাবে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির উদ্যোগে মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে ১৬ জুলাই এক অবস্থান বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সুনীল পুরকাইত। স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর বেহাল অবস্থার উপর বক্তব্য রাখেন সুচেতা কুণ্ডু, বেলা পাল, প্রভাতী গোস্বামী, শ্যামলী মুখার্জী, শিবসাধন মুখার্জী ও অন্যান্য।

সংস্থার সম্পাদক যুগল পাখিরার নেতৃত্বে ছয় সদস্যের এক প্রতিনিধিদল সহকারী মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন। স্মারকলিপিতে স্বাস্থ্য পরিষেবার বেসরকারীকরণ ও ব্যবসায়ীকরণ বন্ধ করা, পথ্য সহ সমস্ত স্তরে বর্ধিত চার্জ পুরোপুরি প্রত্যাহার, মহকুমা হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসা পরিষেবার সম্প্রসারণ, অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করা, দীর্ঘদিন শূন্য থাকা অস্থি বিশেষজ্ঞ সহ সমস্ত শূন্য পদ অবিলম্বে পূরণ করা, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত সাপে কাটা, কুকুরে কামড়ানোর প্রতিষেধক সহ সমস্ত জীবনদায়ী ওষুধ বিনামূল্যে সর্বক্ষণ সরবরাহ, মহকুমা হাসপাতাল সহ প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২৪ ঘন্টা বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে চুরি, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা দূর করে স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ন প্রভৃতি ১০ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়।

মুর্শিদাবাদ

শহিদ নহিরুদ্দিন দিবসে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার শপথ

বিগত ২০০০ সালের ভয়াবহ বন্যার স্মৃতি মুর্শিদাবাদ জেলাবাসীর মন থেকে আজও মুছে যায়নি। ভাঙনে প্রতি বছর এ জেলার মানচিত্র অনেকখানি বদলে যায়। ইতিমধ্যে সীমান্তপারে প্রায় এক লক্ষ মানুষ গৃহহারা। প্রতি বছর ভাঙনরোধের নামে পদ্মা-গঙ্গার জলে বর্ষায় বোল্ডার ফেলার প্রহসন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিনিময়ে ঠিকাদার-আমলা-নেতা চক্র লক্ষ লক্ষ টাকা পকেটে ভরেছে। শুখা মরশুমে বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনায় পাড় বাঁধাই করার দাবিতে ২০০০ সালের ১৭ জুলাই পাঁচ সহস্র জনতা নসীপুরে পদ্মার পাড়ে বোল্ডারের উপর অবস্থান করতে থাকে। পুলিশ ও ই এফ আর বাহিনী ছুটে আসে, কোনরকম আলোচনা ছাড়াই বেধড়ক লাঠিচার্জ এবং শেষপর্যন্ত গুলি চালায়। নিহত হন শেখ নহিরুদ্দিন। আরো তিনজন গুলিবিদ্ধ হন, আহত হন শতাধিক মানুষ। আবুল কালাম আজাদ সহ আঠারজনকে জেলে দেওয়া হয়। প্রতিবাদে ১৯ জুলাই সারা জেলায় সর্বাত্মক বন্ধ পালিত হয়। ২৪ আগস্ট বেশ কিছু বর্ষীয়ান বুদ্ধিজীবী সহ মহিলা ছাত্র কৃষক আইন অমান্যে অংশ নেন। ৬৬ জন বৃদ্ধ ও মহিলাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ লক আপে অমানুষিক নিগ্রহ করে এবং মিথ্যা মামলা রুজু করে, যা আজও চলছে। শহিদের প্রাণের বিনিময়ে জেলাবাসী পেয়েছে ২৪ কোটি টাকা মূল্যের পাড় বাঁধাই। বর্ষাকালে বোল্ডার ফেলা বন্ধ হয়েছে। পঞ্চায়েত ভোটের পূর্বে মানুষ লক্ষ্য করেছে, কংগ্রেস বা সি পি এম পদযাত্রার মতো নাটক সংগঠিত করেছে। কিন্তু অপূরিত দাবি নিয়ে আজও আন্দোলনের প্রদীপ শিখাটিকে প্রজ্জ্বলিত রেখেছে 'মুর্শিদাবাদ জেলা বন্যা ও ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি'। তাই এবারেও সর্বত্র মর্যাদার সাথে অনুষ্ঠিত হল 'শহিদ নহিরুদ্দিন দিবস'। বহরমপুর ফৌজদারী কোর্ট প্রাঙ্গণে শহিদ বেদীতে মালা দিয়ে ব্যাজ পরিয়ে দিনটি উদ্‌যাপিত হয়। বক্তব্য রাখেন কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রাণরঞ্জন চৌধুরী, সহসভাপতি শিবু সান্যাল, শ্রমিক নেতা নন্দদুলাল সরকার, শিক্ষক নেতা কমল কান্তি ঘোষ ও রাজ্য যুব নেত্রী খাদিজা বানু। ভগবানগোলা খড়িবোনায় পাঁচ শতাধিক জনতার উপস্থিতিতে শহিদ দিবস পালিত হয়। জেলা সম্পাদক সাধন রায় প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। ধুলিয়ানে ভাঙন বিধবস্ত মানুষ দাবি দিবস পালন করে। অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক আব্দুস সঈদ সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। ইসলামপুর ব্লকে ডেপুটেশন অনুষ্ঠিত হয়। শহিদ সভায় বক্তব্য রাখেন শিক্ষক গিয়াসুদ্দিন, গোলাম মুর্তজা ও সায়গল সরকার। লালবাগ, ভগবানগোলা(এক), রাণীনগর, লোচনপুর সহ জেলার অন্যান্য জায়গায় দিনটি পালিত হয়। খড়গ্রাম থানার শেরপুরে অনুরূপ সভায় বিগত ২০০০ সালে ভয়াবহ বন্যার মর্মান্তিক স্মৃতি উঠে আসে। বক্তব্য রাখেন সাহেব খাঁ ও দেবাশিস চক্রবর্তী।

কান্দি বাসস্ট্যাণ্ডে ব্যাজ পরিধান ও শহিদ বেদীতে মাল্যদান করা হয়। বক্তব্য রাখেন হারাধন মণ্ডল, উত্তম মণ্ডল ও গৌতম সাহা। কমিটির পক্ষ থেকে জানান হয় ইতিমধ্যে বর্ষার ভাঙনে প্রায় শতাধিক পরিবার বাস্তুহারা। নেতৃবৃন্দ এলাকা পরিদর্শন করছেন। অবিলম্বে প্রতিরোধ ও পুনর্বাসনের উপযুক্ত ব্যবস্থা না হলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে।

বিভিন্ন স্কুলে বেআইনীভাবে বিপুল হারে ফি আদায়ের প্রতিবাদে ও তা ফেরত দেওয়ার দাবিতে ২৩ জুলাই ক্যানিং মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে ডি এস ও'র ডাকে ছাত্রবিক্ষোভ

কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের শ্রমিকস্বার্থবিরোধী নীতির প্রতিবাদে কলকাতায়

পাঁচ সহস্রাধিক শ্রমিক কর্মচারীর বিক্ষোভ অবস্থান

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে ২৫ জুলাই পাঁচ সহস্রাধিক সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারী বেলা ১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত কলকাতার রানি রাসমনি রোডে অবস্থান বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতিগুলির প্রতিবাদ করেন। এই বিক্ষোভ-অবস্থানে সুদূর উত্তরবঙ্গ থেকে চা-বাগান কর্মী, বিড়ি শ্রমিকরা যেমন এসেছেন, তেমনি আসানসোল দুর্গাপুর বর্ধমান বীরভূম পুরুলিয়া থেকে কোলিয়ারি শ্রমিক, ইস্পাত কারখানার শ্রমিক, ব্যাংক কর্মচারী, রেল কর্মচারী, নির্মাণ শিল্পে স্থায়ী-অস্থায়ী কর্মচারীরাও এসেছেন। এসেছেন দক্ষিণবঙ্গের সুদূর সুন্দরবন থেকে মৎস্যজীবী, সি এইচ জি, ওয়াটার ক্যারিয়ার ও সুইপার, হকার, পরিচারিকা সমিতির সদস্যরা, জুট ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের শ্রমিক কর্মচারীরা।

অবস্থান সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য সভাপতি কমরেড সনৎ দত্ত। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা। কমরেড সাহা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শিল্প ও শ্রমনীতির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, এরাজ্যের সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রের বিজেপি জোট সরকারের নীতি অনুসরণ করে বে-সরকারীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ, শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাই, কন্ট্রাক্ট সিস্টেমে কর্মচারী-শিক্ষক-ডাক্তার নিয়োগ করে চলেছে। সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার শ্রমিকদের হুমকি দিচ্ছে — জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন চলবে না, আন্দোলনের নামে আইন-শৃঙ্খলা ভাঙা চলবে না। অথচ মালিকরা যখন তখন লকআউট করছে। রাজ্য সরকারের হাতে আইন আছে তা প্রয়োগ করে লকআউটকে বে-আইনি ঘোষণা করতে পারে, কিন্তু সরকার তা করছে না। কলকারখানার মালিকরা শ্রমিকদের পিএফ-এর কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। জুটে কালাচুক্তি করে শ্রমিকদের বেতন ৩০০-৪০০ টাকা কমিয়ে দিয়েছে। আমাদের ও অন্য দু'তিনটি ইউনিয়নের আন্দোলনের চাপে তা চালু করতে পারছে না। আজ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য যথেষ্ট আগে থেকে জানানো সত্ত্বেও, শ্রমিক কর্মচারীদের দাবি শোনার তাদের সময় নেই, অথচ মালিকদের সঙ্গে দিনরাত্রি বৈঠক করতে মুখ্যমন্ত্রীর সময়ের অভাব হয়না। একটা সরকার গণতান্ত্রিক না স্বৈরাচারী তা বোঝা যায় তার পুলিশ নীতি দেখে। রাজ্যের সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার গণআন্দোলনে ও শ্রমিক আন্দোলনে নির্মম পুলিশি অত্যাচার চালাচ্ছে। এতো ফ্যাসিস্ট সরকার। এই সরকারের কাছে দাবি আদায় করতে হলে চাই তীব্র গণআন্দোলন। একমাত্র ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী সেই আন্দোলন গড়ে তুলছে। এই আন্দোলনের ধারায় ২১ আগস্ট বাংলা বন্‌ধের ডাক দেওয়া হয়েছে। এই বন্‌ধকে সফল করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে ঝাঁপিয়ে পড়তে তিনি আহ্বান জানান।

এছাড়া অবস্থান সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেডস্ দিলীপ ভট্টাচার্য, অলক ঘোষ, কোলিয়ারি শ্রমিক নেতা ডি কে মুখার্জী, ইস্পাতশিল্প শ্রমিক নেতা এল কে গুপ্তা, বিদ্যুৎশ্রমিক কর্মচারী সংগঠনের নেতা সমর সিন্‌হা, চা-বাগান শ্রমিক নেতা তপন ভৌমিক, রেলশ্রমিক নেতা নিরঞ্জন মহাপাত্র, সিএইচজি-র আবদুল সালাম এবং বিমল জানা, দীপক দেব প্রমুখ।

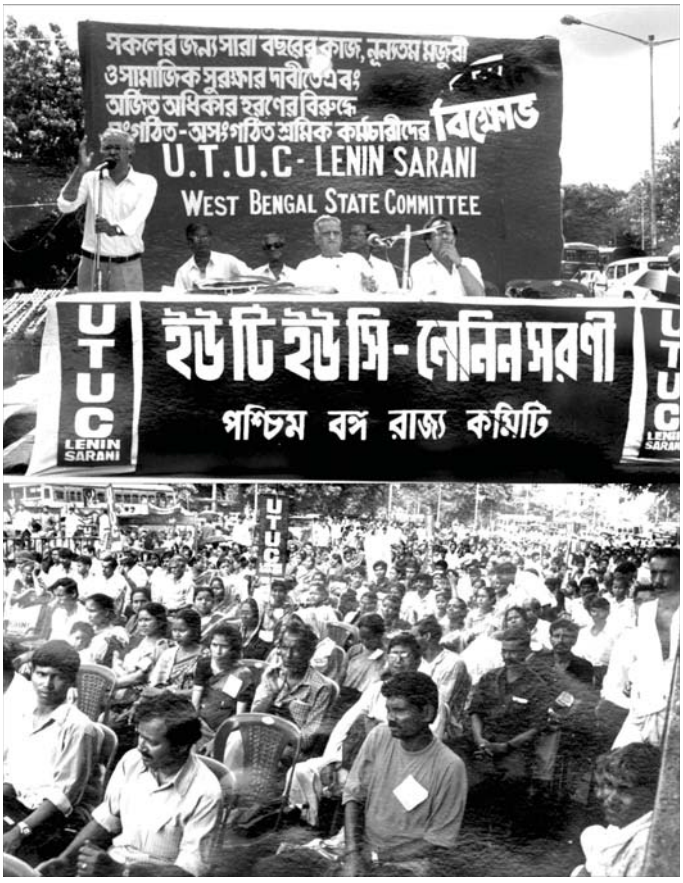

বক্তব্য রাখছেন ইউ টি ইউ সি-এল এস-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা। মঞ্চে উপস্থিত কমরেড সনৎ দত্ত সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

অবস্থানে তামিলনাড়ু সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের ধর্মঘটকে যে নির্মম ফ্যাসিস্ট অত্যাচার করে দমন করা হল, ২ লক্ষ কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হল, তার তীব্র নিন্দা করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, সুপ্রিমকোর্ট যেভাবে তামিলনাড়ু সরকারের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ভূমিকাকে সমর্থন করে ২ লক্ষ কর্মচারী ছাঁটাইকে অনুমোদন দিল, যেভাবে অভিযুক্তদের বাদ দিয়ে বাকিদের কাজে ফিরিয়ে নিতে অনুরোধ করে শ্রমিক-কর্মচারীদের দীর্ঘ লড়াইয়ে অর্জিত অধিকারগুলোকে নস্যাৎ করে দিল তা নজিরবিহীন। এই সমাবেশ থেকে শ্রমিক-কর্মচারীদের নিজেদের অধিকার রক্ষা এবং বিশ্ব শ্রমসংস্থার (আই এল ও) কনভেনশনের নির্দেশাবলী মেনে চলতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে বাধ্য করতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান হয়।

এই অবস্থান মঞ্চ থেকে ২১ দফা দাবিসংবলিত স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে পাঠান হয়। বন্ধ কারখানা খোলা, ছাঁটাই-লেঅফ-লকআউট বন্ধ করা, শ্রমিক কর্মচারীদের কেটে রাখা পিএফ, গ্রাচুইটির টাকা জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করা, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ বিভাজন, বে-সরকারীকরণ ও কর্মচারী উদ্বৃত্ত ঘোষণা বন্ধ করা, অভিন্ন বিদ্যুৎ মাশুল নীতি বাতিল করা, চটশিল্পে ৫ জানুয়ারির কালাচুক্তি বাতিল করা, বোনাস আইন সংশোধন, ১৫% ঘর ভাড়া সুনিশ্চিত করা, সিএইচজি, টিডি-দের নিয়মিত করা, অসংগঠিত শ্রমিকদের নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি সুনিশ্চিত করা, পঞ্চ দশ শ্রম সম্মেলনের প্রস্তাবের ভিত্তিতে বিপিএল-এর সীমা পুনঃনির্ধারণ করা ও বাদ পড়ে যাওয়াদের বিপিএল তালিকায় যুক্ত করা, ন্যায়সঙ্গত শ্রমিক আন্দোলন, গণআন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপ বন্ধ করার দাবি জানান হয়েছে।

যে রাজ্যে বাম ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের প্রশংসা করেন শিল্পপতিরা

কখনো কখনো মিষ্টি কথা অস্বস্তিকর হয়ে পড়ে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর অধিবেশন কক্ষে বসে সি আই আই (কনফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ) পূর্বাঞ্চল-এর প্রতিনিধিরা যখন উপস্থিত কিছু বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের উদ্দেশে প্রশংসা বর্ষণ করছিলেন, তখন চেয়ারে আসীন সেই নেতাদের অপ্রস্তুত অবস্থা হয়েছিল কিনা বলা সম্ভব নয়।

সি পি এম পরিচালিত 'সিটু' ও আর এস পি নেতৃত্বাধীন ইউ টি ইউ সি-র পাশাপাশি আই এন টি ইউ সি (কংগ্রেস পরিচালিত) ও বি এম এস (বি জে পি পরিচালিত)-এর উচ্চপর্যায়ের নেতাদের সি আই আই-এর এমন প্রশংসা করার কারণ পশ্চিমবঙ্গে বহু সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার শ্রমিকদের কম বেতন দেওয়া সত্ত্বেও এই নেতারা তাতে কোনও বাধা দেননি। মালিকরা শ্রমিকদের প্রাপ্য মহার্ঘ ভাতা না দেওয়ার ক্ষেত্রে এই ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের কাছ থেকে যে 'সহযোগিতা' পেয়েছেন, তার জন্যও সি আই আই প্রতিনিধি তাঁদের প্রশংসা করেন। গত মাসে রাইটার্স বিল্ডিংসে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অধিবেশন কক্ষে অনুষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প সংক্রান্ত ত্রিপাক্ষিক কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে মুখ লাল করে সিটু প্রতিনিধি স্বীকার করেন যে, "কারখানাগুলি খোলা রাখার স্বার্থে" তাঁরা মালিকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেননি।

গত বৃহস্পতিবার (২৫ জুলাই) সিটু নেতা কালী ঘোষ দুঃখ করে বলেন, "আমাদের রাজ্যে শ্রমিক আন্দোলন আজ পশ্চাতমুখী।" তিনি মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গ জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পীঠস্থান — এই ভাবমূর্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার যে সংগঠন নেতৃত্বকারী ভূমিকা নিয়েছিল, আজ সেই সংগঠন স্পষ্টত বশংবদ ইউনিয়নে পরিণত হয়েছে। শ্রী ঘোষ বলেন, "কোথায় সেই জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন ? মালিক কারখানা বন্ধ করে দিতে পারে এই ভয়ে আমরা এমনকি শ্রমিকদের মিছিল বের করতে দ্বিধা করি। এ রাজ্যে শ্রমিকের অধিকার পদদলিত হচ্ছে এবং আমাদের শুধুমাত্র দর্শক হয়ে থাকতেই বাধ্য করা হচ্ছে।"

ই এস আই কর্পোরেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর এস কৃষ্ণস্বামী বৃহস্পতিবার শ্রী ঘোষকে (ইনি ই এস আই কর্পোরেশনের সদস্য) জানিয়েছেন যে, বারুইপুরের একটি রোলিং মিল 'বেসকো লিমিটেড'-এর মালিক তার কারখানায় চুক্তিতে কাজ করা শ্রমিকদের রেকর্ড দিতে অস্বীকার করেছে। শ্রী ঘোষ মনে করেন, মালিক সম্ভবত ঐ শ্রমিকদের প্রাপ্য অর্থ দিতে চায় না, সেজন্যই রেকর্ড দিতে চাইছে না। তিনি বলেন, এর বিরুদ্ধে কোনও বিক্ষোভও আমরা শুরু করতে পারব না, কারণ যদি মালিক কারখানা বন্ধ করে দেয়। আমি একটা কাজই একমাত্র করতে পারি, এই রিপোর্টটা শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি.....। (টাইম্‌স অফ ইণ্ডিয়ায় অলক ব্যানার্জীর রিপোর্ট, ২৫/৭/০৩)

৫ আগস্ট স্মরণে

একের পাতার পর

দিয়ে যে স্বাধীনতা আসছে তাতে প্রকৃত গণমুক্তি অর্জিত হবে না। ব্রিটিশ শাসনে শিক্ষা-স্বাস্থ্য-খাদ্য-ন্যায়বিচার সমস্ত দিক থেকে যে শ্বাসরোধী অবস্থা, যে অসহনীয় দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় মানুষ লড়ছে, বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সেই জীবনযন্ত্রণা বহুগুণ বাড়বে। সকলের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, ন্যায়বিচারের যে দাবি স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে উঠেছে সেই দাবি পূরিত হবে না। বাস্তবে আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে যত দুর্বলতাই থাক, স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে এদেশে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পুঁজিবাদী শোষণব্যবস্থা চালু হয়েছে। এই পুঁজিবাদী শাসন ও শোষণব্যবস্থাই আজ জনজীবনের সমস্ত সমস্যার মূল কারণ। এর হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে, কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, দেশের মানুষকে আর একটা বিপ্লব করতে হবে এবং সেই বিপ্লব হচ্ছে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। সেই বিপ্লবের জন্য অপরিহার্য সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনৈতিক দল এস ইউ সি আই-কেও সমগ্র জীবনের কঠোর সংগ্রাম ও সাধনায় তিনি গড়ে দিয়ে গিয়েছেন।

তিনি আরও দেখিয়েছিলেন, এদেশের কমিউনিস্ট নামধারী তৎকালীন অবিভক্ত সি পি আই এবং পরবর্তীকালে সি পি আই (এম), দলগঠনের লেনিনবাদী পদ্ধতি অনুসরণ করে গড়েই ওঠেনি। ফলে এরা কোনদিনই একটি সঠিক কমিউনিস্ট দল ছিল না, আজও নয়। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণও তারা সঠিকভাবে কোনদিন করতে পারেনি এবং এর ফলে দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের প্রভূত ক্ষতি তারা করেছে এবং এখনও করে চলেছে। স্বাধীনতার পর যেখানে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে তদানীন্তন সি পি আই তা অস্বীকার করে বলেছিল, এদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় পুঁজিপতি বা বুর্জোয়াশ্রেণী নেই, রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তী প্রভুরা। পরবর্তীকালে সি পি এম এরই সঙ্গে 'একচেটিয়া বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে' কথাটি জুড়ে দেয়। দুটি দলই আজও মনে করে, এদেশে বিপ্লবের স্তর পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক নয়, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী 'জনগণতান্ত্রিক' বা 'জাতীয় গণতান্ত্রিক'। এই ভ্রান্ত রণনীতির ফলেই স্বাধীনতা-পরবর্তী গণআন্দোলনগুলিকে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে পরিচালিত না করে, বাস্তবে রাষ্ট্রক্ষমতায় যারা বিরাজ করে না, সেই কাল্পনিক সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী লক্ষ্যে পরিচালনার নামে বিপ্লবের যথার্থ আবেগ ও প্রস্তুতিকে তারা নিঃশেষ করে দিয়েছে। বিপ্লবের স্লোগান আওড়ালেও কার্যত এই ভ্রান্ত রণনীতিই তাদের ধীরে ধীরে সংসদীয় রাজনীতির চোরাবালিতে পুরোপুরি ডুবিয়ে দিয়েছে।

পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের কর্মসূচি না থাকায় এবং দলের রণনীতি অনুযায়ী ভারতবর্ষে পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রগতিশীল ভূমিকা আছে মনে করায়, মার্ক্সবাদের বুলি কপচাতে কপচাতেই এইসব দলের নেতৃত্ব কখনো জওহরলাল, কখনো ইন্দিরা গান্ধি, কখনো মোরারজি দেশাই, কখনো বা বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং — অর্থাৎ কংগ্রেসের একাংশ বা কোন না কোন বুর্জোয়া দলের বা উপদলের মধ্যে প্রগতিশীলতা, সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা, ধর্মনিরপেক্ষতা বা অন্য কোন সদর্থক ভূমিকা খুঁজে পেয়েছে ও তাদের সমর্থন করেছে। তাদের এই ভূমিকা প্রথম থেকেই এদেশে শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উত্তরোত্তর সংহত করা এবং শক্তিশালী করার বুর্জোয়া পরিকল্পনাকেই কার্যকর করতে সাহায্য করেছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী ৫৬ বছরে এই নির্মম পুঁজিবাদী শোষণ দেশের ৮০ ভাগ মানুষকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। কোটি কোটি মানুষ আজও দারিদ্র্যসীমার নীচে। সকলের জন্য খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকরির সরকারি প্রতিশ্রুতি মর্মান্তিক পরিহাসে পর্যবসিত। চাষী ফসলের দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করছে, ছাঁটাই শ্রমিক স্ত্রী-সন্তানকে খুন করে আত্মঘাতী হচ্ছে। কোটি কোটি বেকার। অভাবে-অনটনে যুবকরা সমাজবিরোধী হয়ে যাচ্ছে। নীতিহীন ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দলগুলি দারিদ্র্যের, অসহায়তার সুযোগ নিয়ে মানুষকে সমাজবিরোধী বানাচ্ছে, ভোটে তাদের কাজে লাগাচ্ছে। পুঁজিবাদী শোষণের ফলাফল সমাজদেহে দুরারোগ্য ব্যাধির মত ফুটে বেরোচ্ছে। শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকেই পুঁজিবাদ মানুষকে নিঃস্ব করে দিয়েছে তাই নয়, বহু সহস্র বছরের সংগ্রামে সমাজের মধ্যে গড়ে ওঠা মানবিক মূল্যবোধগুলিকেও সে শেষ করে দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, লড়ছে এস ইউ সি আই। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা এই দলের কর্মীদের সাহস, শক্তি ও প্রেরণার উৎস। তারা সমস্ত রকম শোষণ-অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে পরিচালিত গণআন্দোলনগুলি একের পর এক গড়ে তুলছে। ৫ই আগস্ট কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণদিবস লড়াইয়ের সেই শপথ নতুন করে নেওয়ার দিন।

কমরেড শিবদাস ঘোষ আরও দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদ উচ্ছেদের বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে যে দল, সেই দলের অভ্যন্তরে কর্মীদের কঠিন ও কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উন্নত সর্বহারাশ্রেণীর সংস্কৃতি আয়ত্ত করতে হবে। এই উন্নত সর্বহারাশ্রেণীর সংস্কৃতির অর্থ হচ্ছে সমস্ত রকম ব্যক্তিসম্পত্তিজাত মানসিকতা থেকে নিজেকে মুক্ত করা। আজকের যুগে উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্রের মান কী হবে, তা নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন— অতীতে, পুঁজিবাদ যখন আজকের মতো চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েনি তখন বিপ্লবের স্বার্থের কাছে ব্যক্তিস্বার্থকে গৌণ করতে পারাটাই ছিল উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আজ চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া ব্যবস্থায় ব্যক্তিবাদ নিকৃষ্ট ব্যক্তিস্বার্থে পর্যবসিত হয়েছে। তাই শুধুমাত্র বিপ্লবের স্বার্থের কাছে ব্যক্তিস্বার্থকে গৌণ করে আজ আর উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন করা সম্ভব নয়।

তিনি বলেছেন, একদিন যা কমিউনিস্ট চরিত্রের উচ্চ মান বলে বিবেচিত হত, আজ কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের সংগ্রামে সেটাই হচ্ছে শুরু। আজ উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন করতে হলে ব্যক্তিস্বার্থকে গৌণ এবং বিপ্লবের প্রয়োজনকে মুখ্য করলেই চলবে না — শ্রেণী, বিপ্লব ও দলের সঙ্গে ব্যক্তিকে পুরোপুরি বিলীন করে দিতে হবে। বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান শিক্ষকদের শিক্ষাকে আত্মস্থ করে অতীব কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিবাদকে পুরোপুরি পরাস্ত করে কমরেড শিবদাস ঘোষ নিজেকে বিপ্লবী দল ও বিপ্লবের সঙ্গে পুরোপুরি বিলীন করে দিয়ে আজকের দিনের উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্রের এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনের পক্ষে অপরিহার্য যে মূল্যবোধের শিক্ষা তিনি দিয়ে গিয়েছেন, দলের কমরেডদের প্রতিদিনের সংগ্রামের মধ্যে তার জীবন্ত স্পর্শ রয়েছে। কমরেড ঘোষের শিক্ষাকে দলের নেতা ও কর্মীরা যতটুকু চরিত্রে প্রতিফলিত মূল্যবোধের আকারে জনগণের মধ্যে নিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছেন, তা গণআন্দোলনে অপরাজেয় শক্তির সঞ্চার করছে।

৫ই আগস্ট তাই আমাদের সকলের নতুন করে শপথ নেওয়ার দিন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার যে স্বপ্ন নিয়ে সারা জীবন বিপ্লবসাধনায় তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয় করে, মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের ছেড়ে গিয়েছেন, সেই বিপ্লবসাধনায় আমরা, কমরেড শিবদাস ঘোষের যোগ্য ছাত্র হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলব। উন্নত সর্বহারা সংস্কৃতি অর্জনের মান হিসাবে ব্যক্তিবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে দল ও বিপ্লবের সাথে নিজেকে বিলীন করে দেওয়ার যে মহান দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা তিনি রেখে গিয়েছেন, সেই শিক্ষাকে প্রতি মুহূর্তে সচেতন অনুশীলনের মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের জীবনে বাস্তব করে তুলব। নিবিড় ঘন অন্ধকারের মধ্যে দেশের শোষিত গরিব, মধ্যবিত্ত মানুষ যে প্রত্যাশা নিয়ে আজ আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, সেই প্রত্যাশা পূরণে আমরা নিজেদের উজাড় করে দেব — এই হোক এবারের ৫ই আগস্টের অঙ্গীকার।

নাইজেরিয়া

আন্দোলন করে তেলের দাম কমানো হল

শেষপর্যন্ত জিত হলো সংগ্রামী মানুষের। নাইজেরিয়া সরকার ২০ জুন এক সরকারি নির্দেশ জারি করে তেল সহ পেট্রোপণ্যের দাম ৫০ শতাংশ বাড়িয়ে দেওয়ায় পেট্রোলের দাম লিটার পিছু ভারতীয় মুদ্রায় ১০ টাকা থেকে বেড়ে হয় ২০ টাকা। পেট্রোলের দাম বাড়ায় নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিসের দামও বেড়ে যায়। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে দেশের কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়ন এবং রাজনৈতিক দল ৩০ জুন থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। ১২ দিন ধরে একটানা সাধারণ ধর্মঘট চলার পর সরকার বাধ্য হয়ে মাথা নোয়ায় এবং ১২ জুলাই মধ্য রাতে এক নির্দেশে বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার করে নেয়। ধর্মঘটের আহবায়করাও তাদের ধর্মঘট তুলে নিয়েছে।

এই ধর্মঘটে নাইজেরিয়ার ছাত্র সমাজ এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। সরকার সাধারণ ধর্মঘটকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ধর্মঘটি নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করলে অধিকাংশ নেতাই গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য গা ঢাকা দেয়। সে সময় গা ঢাকা দেওয়া নেতাদের খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সরকার লাগোস স্টেট ইউনিভার্সিটি সহ সে দেশের দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তালা লাগিয়ে দেয় এবং ছাত্রদের ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করে।

ধর্মঘটের পঞ্চম দিনে (৪ জুলাই) ছাত্ররা ধর্মঘটিদের সমর্থনে রাজধানী আবুজারে মিছিল করার চেষ্টা করলে রায়ট পুলিশ বাধা দেয়, তাদের সঙ্গে ছাত্রদের ব্যারিকেড যুদ্ধ শুরু হয়। পুলিশের গুলিতে ২ জন ছাত্রের মৃত্যু হয়। ধর্মঘটি ও ধর্মঘট সমর্থনকারীদের সঙ্গে পুলিশের আরও কয়েকটা ব্যারিকেড যুদ্ধ হয়েছে। সাধারণ ধর্মঘটের বলি দু'জন ছাত্র সহ দশজন।

(সংবাদসূত্র ঃ রয়টার ২-৭-০৩, দি হিন্দু ৯-৭-০৩, দি ইকনমিস্ট (লণ্ডন), ৫-৭-০৩, ১২-৭-০৩)

ইরাক

সেনা পাঠানোর বিরুদ্ধে জাপানে ছাত্রদের বিক্ষোভ

দেশব্যাপী আন্দোলনের চাপে পড়ে জাপান সরকার প্রথমে স্থির করেছিল তারা ইরাকে সেনা পাঠাবে না। কিন্তু পরে মার্কিন কর্তৃপক্ষের চাপাচাপিতে জাপ পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষে ইরাকে সেনা পাঠানো সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব পাশ হওয়ার পরই দেশজুড়ে আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ৪ জুলাই রাজধানী টোকিও সহ দেশের সব কয়টি শহরে ইরাকে সেনা পাঠানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তিন লক্ষ ছাত্র পথে নামে। মিছিল থেকে জাপ-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল এবং ওকিনাওয়া থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের দাবি উঠেছে।

(সূত্র ঃ দি হিন্দু, ৫ জুলাই ২০০৩)

সুপ্রিম কোর্টের রায়

একের পাতার পর

বলে এসমা জারি করে ৪ জুলাই ধর্মঘটকে বেআইনি ঘোষণা করে। অর্থাৎ, ন্যায়সঙ্গত দাবির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই জয়ললিতা সরকার অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী কায়দায় দমনপীড়নের আশ্রয় নেয়। এমনকি ২ জুলাই ধর্মঘট শুরু হওয়ার আগে যে সমস্ত ধর্মঘটি নেতারা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধেও রাজ্য সরকার হিংসাত্মক ও নাশকতামূলক কার্যকলাপের মিথ্যা মামলা রুজু করে প্রতিহিংসাপরায়ণতার এক ভয়াবহ নজির স্থাপন করে।

সর্বোচ্চ আদালতের এই 'কালা' রায় আমাদের সামনে কতকগুলি প্রশ্ন এনে দিয়েছে। আমরা জানি, আদালতের বিচারকগণের উচিত সমস্ত মামলারই পারিপার্শ্বিক অবস্থা, মোটিভ (উদ্দেশ্য) প্রভৃতি বিষয়গুলি অত্যন্ত খুঁটিয়ে বিচার করেই রায় দান করা। এখানে সেইভাবে রায় দেওয়া হয়েছে কিনা দেখা যাক। তামিলনাড়ু সরকার বনাম রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মামলার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে, রাজ্য সরকার কর্তৃক সরকারি কর্মচারীদের পেনশন সংক্রান্ত সুযোগসুবিধা বাতিল করার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন — অর্থাৎ, তাদের অর্জিত অধিকারকে বজায় রাখার আন্দোলন। তাঁরা কোনও নতুন আর্থিক বা অধিকারের দাবি তোলেননি। আইনসঙ্গতভাবেই পেনশন সংক্রান্ত সুবিধা পাওয়ার যে অধিকার তাদের ছিল সেটাকেই বজায় রাখার দাবিতে ছিল এই আন্দোলন। সরকারি কর্মচারীরা ঝুঁকি নিয়ে শুধু শুধু ধর্মঘটের পথে পা বাড়াননি, রাজ্য সরকারের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতি ও একগুঁয়েমি জবরদস্তির মনোভাবই সরকারি কর্মচারীদের ঠেলে দিয়েছে ধর্মঘটের দিকে, যখন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

অথচ সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারের এহেন অগণতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেনি, যদিও কর্মচারীদের ধর্মঘটের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ আদালত রায় দিয়েছে। তাহলে কি একথা বলা চলে যে, সর্বোচ্চ আদালত সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং কার্যকারণ সম্পর্ক নিরপেক্ষভাবে বিচার করেই এই রায় দিয়েছে? যেখানে জয়ললিতা সরকারের শ্রমিক-কর্মচারীবিরোধী মারমুখী আক্রমণই সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘটের কারণ, সেখানে সর্বোচ্চ আদালত সে সম্পর্কে শুধু নিশ্চুপ থেকেছে তাই নয়, বরং জয়ললিতা সরকারের সমস্ত রকমের দমনমূলক আক্রমণের ভূয়সী প্রশংসা করতে গিয়ে সরকারি কর্মচারীদের গ্রেপ্তার ও ছাঁটাইকেও সমর্থন করেছে। অর্থাৎ, সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সরকারের মিথ্যা মামলা সাজানোকেও সমর্থন করেছে সর্বোচ্চ আদালত। এই হচ্ছে বর্তমানে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ আদালতের ন্যায়বিচার(!), যেখানে খালাস পেয়ে গেল আক্রমণকারী জয়ললিতা সরকার, আর দোষী সাব্যস্ত হল নিরপরাধ সরকারি কর্মচারীরা, যারা শুধু তাদের ন্যায়সংগত অর্জিত অধিকারকে বজায় রাখতে চেয়েছিল।

ইউ টি ইউ সি-এল এস'এর বিবৃতি

তামিলনাড়ুর সরকারি কর্মচারী ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রসঙ্গে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড তাপস দত্ত ২৩ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

"তামিলনাড়ুর ২ লক্ষাধিক সরকারি কর্মচারীকে তাদের ন্যায়সংগত ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করার অভিযোগে জয়ললিতা সরকার কর্তৃক বরখাস্ত করার ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপকে সমর্থন করে এবং ঐ ধর্মঘটকে বেআইনি ঘোষণা করে সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে, তা শ্রমিকদের রক্ত ঝরানো সংগ্রামের মাধ্যমে প্রাপ্ত সংগঠিত হওয়ার মৌলিক অধিকার ও যৌথ দর-কষাকষির অধিকারকে, যা আই এল ও দ্বারা সুরক্ষিত, সদম্ভে অস্বীকার করেছে। ভারতীয় বিচারব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত অধিকতর মাত্রায় শ্রমিকবিরোধী মতামত প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এই বিষয়ে আমরা আমাদের দেশের শ্রমজীবী মানুষের দৃষ্টি বহুদিন ধরেই আকর্ষণ করে আসছি। সুপ্রিম কোর্টের এই রায় আন্দোলনবিরোধীদের এবং শাসকশ্রেণীকে উৎসাহিত ও শক্তিশালী করবে।

শ্রমজীবী মানুষ এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রধান দায়িত্ব হল মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষায় যুক্তভাবে রুখে দাঁড়ানো, এই ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে শক্তিশালী দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংগঠিত হওয়ার অধিকার, যৌথ দর-কষাকষির অধিকার সংক্রান্ত আই এল ও-র ৮৭ ও ৯৮ নং সিদ্ধান্ত এবং সরকারি কর্মচারীদের অধিকার সংক্রান্ত ১৫১ নং সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করা।

তামিলনাড়ুর সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট এবং আই এল ও-র শ্রমমান মেনে নেওয়া সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে আসন্ন ভারতীয় শ্রম সম্মেলনের আলোচ্য সূচিতে যুক্ত করার জন্য ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারও শ্রমআইন সংস্কারের নামে শ্রমিকদের অর্জিত অধিকারের অবশিষ্টটুকুও খর্ব করার চক্রান্ত করে চলেছে। কিন্তু দেশব্যাপী শ্রমিক-কর্মচারীদের বাধার আশঙ্কায় তা চালু করতে পারছে না। বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলিও বিভিন্ন সময়ে শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থবিরোধী দমনমূলক নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে। কিছুদিন আগে উত্তরপ্রদেশের বিদ্যুৎ কর্মচারীদের ধর্মঘটের বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশ সরকার এসমা জারি করে কর্মচারীদের গ্রেপ্তার করে ধর্মঘট ভেঙে দেয়। আমাদের রাজ্যেও সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার তাদের বশংবদ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যদের দিয়ে সরকারি কর্মচারীদের ন্যায্য আন্দোলনের উপর অত্যাচার নামিয়ে আনছে। খোদ রাইটার্সেই কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যদের দ্বারা আন্দোলনরত সরকারি কর্মচারীদের নিগৃহীত হওয়ার ঘটনা অনেকেরই হয়ত মনে আছে। এছাড়া বিভিন্ন শিল্পে সরকারি মদতেই কালা চুক্তি করা হচ্ছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চটশিল্পের কালাচুক্তি। এই 'কালা চুক্তি'র বিরুদ্ধে আমাদের দলের শ্রমিক সংগঠন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী লড়াই করে যাচ্ছে, যার জন্য বহু চটকলে সরকার ও মালিকপক্ষ এই কালা চুক্তি এখনও পর্যন্ত চালু করতে পারেনি।

উপরন্তু, 'কর্মসংস্কৃতির' দোহাই তুলে ক্ষমতাসীন সি পি এম নেতৃত্ব আন্দোলনবিরোধী এক বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চাইছেন। "জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন চলবেনা", "যখন তখন আন্দোলন নয়," "ধর্মঘট শেষ অস্ত্র," "ঘেরাও শ্রমিকস্বার্থবিরোধী" এইসব কথা অহরহ বলে চলেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এর দ্বারা তিনি যে শুধু দেশি মালিকদের তুষ্ট করতে চাইছেন তাই নয়, এমনকি বিদেশি মালিকদেরও আস্থা অর্জন করতে চাইছেন। আবার পাছে পশ্চিমবাংলার শ্রমজীবী মানুষ সিপিএমের চরিত্র ধরে ফেলে, তাদের প্রতি শ্রমজীবী মানুষের আস্থায় চিড় ধরে, তাই নিছক গদি রাখার স্বার্থেই আন্দোলন-লড়াইয়ের কথা তাদের বলতে হয় এবং কখনো কখনো এক-দু'দিনের লোক দেখানো কিছু নিয়মরক্ষার আন্দোলনও তাদের করতে হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সি পি এম-এর ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে পলিটব্যুরো নেতারাও সর্বোচ্চ আদালতের এই রায়কে শ্রমিকস্বার্থবিরোধী বলেছেন। তাঁরা গণআন্দোলনের পথে না গিয়ে নিছক কানুনি রাস্তায় এই রায় পুনর্বিবেচনার জন্য আইনজীবীদের মাধ্যমে সর্বোচ্চ আদালতের কাছে একটা রিভিউ পিটিশন দাখিল করার কথা চিন্তা করছেন। যেখানে আশু প্রয়োজন হচ্ছে এই সর্বনাশা রায়ের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করে সারা ভারত জুড়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা, সেখানে নিছক আইনি লড়াইয়ের কথা বলা হচ্ছে। এর দ্বারা তাঁরা যেমন মালিকপক্ষকেও আশ্বস্ত করছেন, তেমনি শ্রমিকশ্রেণীর কাছেও নিজেদের ভাবমূর্তি বজায় রাখার চেষ্টা করছেন।

গোটা দেশের অত্যাচারিত, নিপীড়িত, মার-খাওয়া সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারীকে এই রায়ের তাৎপর্য ভালভাবে বুঝতে হবে। তাদের উপলব্ধি করতে হবে, এই সর্বাত্মক শ্রমিকবিরোধী রায়কে শুধু আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে ঠেকানো যাবে না। যখন কেন্দ্রীয় সরকারই শ্রমআইন সংস্কারের নামে শ্রমিকদের সমস্ত অর্জিত অধিকার হরণের চক্রান্ত করছে, তখন সর্বোচ্চ আদালতের এই রায় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতকেই আরও শক্ত করল। এরপর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাদের শ্রমিকবিরোধী পরিকল্পনাগুলিকে রূপায়িত করতে আর কোন বাধাই রইল না, যদি না ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন তাদের কাছে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শ্রমিকশ্রেণীকে মনে রাখতে হবে, 'আইনি' কোন সাহায্য তারা পাবে না, যেহেতু বিচারব্যবস্থাও, দুঃখের বিষয় হলেও, আজ কেন্দ্রীয় সরকারের মতই শ্রমিকস্বার্থবিরোধী মনোভাব নিয়ে চলছে। শ্রমিকশ্রেণীকে বুঝতে হবে, বিচারব্যবস্থার "আপেক্ষিক স্বাধীনতা" আগে যতটুকু ছিল, আজ আর তা নেই। সমাজে শোষক-শোষিতের লড়াই যত তীব্র হচ্ছে, পুঁজিবাদের বাজার সংকট এবেলা-ওবেলার সংকটে পরিণত হয়ে যত তীব্র আকার ধারণ করছে, ততই শাসকগোষ্ঠী আরও আক্রমণাত্মক হচ্ছে। তারা 'গণতন্ত্রে'র মুখোস ফেলে দিয়ে প্রবল স্বৈরাচারী রূপে আত্মপ্রকাশ করছে। এজিনিষ প্রতিফলিত হচ্ছে মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী বিভিন্ন শাসক দলগুলির আচার-আচরণে, সংসদীয় রাজনীতিতে ও বিচারব্যবস্থার মধ্যে। তাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সংসদীয় রাজনীতি যেমন জনবিরোধী চরিত্র নিচ্ছে তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিচারব্যবস্থাও তার আগেকার আপাত নিরপেক্ষ চরিত্র হারিয়ে প্রত্যক্ষ জনবিরোধী চরিত্র নিচ্ছে। এর ফলে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে বিচারব্যবস্থার যেটুকু সীমিত সাহায্য আগে পাওয়া যেত, আজ আর তাও পাওয়া সম্ভব নয়। কেননা সে আজ নিজেই বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে গণতন্ত্র হরণের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই বিচারব্যবস্থার আজ এই করুণ পরিণতি। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শৈশব অবস্থায় 'অবাধ প্রতিযোগিতার' যুগে যে গণতান্ত্রিক অধিকার জনগণ লড়াই করে অর্জন করেছে ও তা ভোগ করেছে, পুঁজিবাদ যত সংকটের মধ্যে পড়েছে তত সে একের পর এক সেই গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে। দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ পার করে দিয়ে আজ বিশ্বপুঁজিবাদের তৃতীয় তীব্র বাজার সংকটের যুগে সেই সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান সহ বিশ্বের সমস্ত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশই বর্তমানে ভয়াবহ সংকটে হাবুডুবু খাচ্ছে। ভারতবর্ষও এর ব্যতিক্রম নয়। এই অবস্থায় জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি একের পর এক কেড়ে নেওয়ার পরেও যতটুকু আজও অবশিষ্ট আছে ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াশ্রেণী তাও কেড়ে নিতে উদ্যত হয়েছে। এমতাবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীকে কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এই গণতান্ত্রিক অধিকারকে রক্ষা করতে হবে। তার জন্য পুঁজিবাদবিরোধী যথার্থ রাজনৈতিক সচেতনতার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম।

আমেরিকার বেকারি চিত্র

মার্কিন শ্রমদপ্তর তথা ব্যুরো অফ লেবার স্ট্যাটিসটিক্স জানিয়েছে, কর্মচ্যুত ভাতা প্রাপকদের সংখ্যা ২৮ জুন শেষ হয়ে যাওয়া সপ্তাহে ৮৭ হাজার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮ লক্ষ ২০ হাজার। শ্রম দপ্তরের মতে, ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পর থেকে গত ২০ বছরে এটাই হল কর্মচ্যুত ভাতা প্রাপকদের সর্বোচ্চ সংখ্যা।

শ্রমদপ্তর আরও জানিয়েছে, এখন মার্কিন দেশে কর্মচ্যুত শ্রমিকের সংখ্যা হচ্ছে ৯৪ লক্ষ। বেকারের হার ৬.৪ শতাংশ। ১৯৯৪ সালের পর এটাই হল বেকারির সর্বোচ্চ হার।

উল্লেখ্য গত মে মাসে আমেরিকায় বেকারির হার ছিল ৬.১ শতাংশ, এক মাসের ব্যবধানে বেকারির হার ০.৩ শতাংশ বেড়ে জুন মাসে দাঁড়িয়েছে ৬.৪ শতাংশ।

(সংবাদসূত্র ঃ দি ইকনমিস্ট (লন্ডন) ১২ জুলাই ২০০৩ এবং দি ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড (নিউ ইয়র্ক) ১৩ জুলাই ২০০৩)।

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৫৬ বর্ষ / ১ সংখ্যা

প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ খুলিয়া জালিয়াতি হইতে বাঁচুন !

জাল এম বি বি এস ডিগ্রি বেচিয়া পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়াছেন জনৈক সুরেশ লাল এবং তাহা কেনার অপরাধে ধরা পড়িয়াছেন জনৈক নওলকিশোর যোশি। দিল্লী পুলিশ পাটনায় হানা দিয়া সুরেশ লালকে গারদে পুরিয়া দিয়াছে। কী তাহার অপরাধ? কথাটি ভাবিতে হয়।

বাজার অর্থনীতির যুগে যে কোন প্রকারে মুনাফা করাই মূল মন্ত্র। মুনাফা লুটিবার 'অ্যানিম্যাল ইনস্‌টিংকট'-ই (পাশববৃত্তিই) সমাজের সরকারস্বীকৃত চালিকাশক্তি। জনগণের টাকা সরকার লুটিতেছে, সরকার ও জনগণের টাকা শিল্পমালিক ও বড় বড় কৃষিখামার মালিক লুটিতেছে, শ্রমিককে চুষিয়া মালিক মুনাফার পাহাড় গড়িতেছে। জল-স্থল-অন্তরীক্ষ বিষাইয়া দিয়া, প্রাকৃতিক সম্পদের পৃথিবীজোড়া লুট চলিতেছে। লোটো নামে লটারির প্রকাশ্য বাড়বাড়ন্ত দেখিয়া রাজ্য সরকারও লোটো ধাঁচের লটারি খুলিয়া লুটের কারবারে নামিতেছেন। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পর্যন্ত ডিগ্রি বেচার কারবারে পরিণত হইয়াছে। তাহা হইলে ভিন্ন পথে এই বাজারে সবচেয়ে কম পুঁজি খাটাইয়া, সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি লইয়া, সর্বোচ্চ মুনাফা লোটার এই ব্যবসা জালিয়াতি হইবে কোন হিসাবে? বাজার অর্থনীতির আধুনিকতম ধারণার সহিত অন্যতম প্রাচীন বিদ্যা চৌর্যবৃত্তির সার্থক সংমিশ্রণ ঘটাইবার অভিনব কৃতিত্বের জন্য সুরেশলালকে ভারতরত্ন দিয়া পুরস্কৃত না করিয়া গারদে কেন পোরা হইল তাহা বুঝা কঠিন।

অবশ্য খুঁজিলে কারণ মিলিবে। সুরেশ লাল সরকারের অনুমোদন লইয়া কারবার খুলেন নাই। তাঁহার দেওয়া সার্টিফিকেটে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতির সীলমোহর দাগা নাই। বাবু সুরেশ লাল এইখানে বিসমিল্লায় গলদ করিয়া ফেলিয়াছেন। রাবড়ি দেবী বা বাজপেয়ীজির অনুমোদন লইয়া, না হইলে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া বুদ্ধদেব -সূর্যদেবের অনুমোদন লইয়া বাড়ির বাহিরে প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের বোর্ড ঝুলাইয়া যদি দুই হাজারের বদলে বিশ লাখ লইয়া এম বি বি এস সার্টিফিকেট দিতেন তবে বাবু সুরেশ লাল 'উদ্যোগী পুরুষ' বলিয়া চিহ্নিত হইতেন। চাই কি, এ রাজ্যে তাঁহার লগ্নী টানিতে স্বয়ং বুদ্ধদেববাবু গললগ্নীকৃতবাসা অর্থাৎ কিনা গলবস্ত্র হইয়া প্রণিপাত করিতেন!

পাঠক বলিতে পারেন কী সর্বনাশ! এই রূপে অযোগ্যকে ডাক্তার বানাইলে আমরা বাঁচিব কী করিয়া? সরকারি মেডিক্যাল কলেজ শতমারী সহস্রমারী বৈদ্য বানাইতেছে, কিন্তু এ তো অনন্তমারী বৈদ্য হইবে? পাঠক ধীরভাবে ভাবুন — রাজ্য সরকার দশলাখি বৈদ্য বানাইবে। সি পি এম সরকারের পাকা সিদ্ধান্ত — যিনি লাখ দশেক ঢালিবেন তাঁহার যোগ্যতা যাচাই হইবে না। উচ্চ মাধ্যমিকে হাজার পঞ্চাশেক ঢালিয়া সামনে পিছনে প্রাইভেট টিউটর দিয়া, পারিলে 'সাজেশান' নামক প্রশ্নপত্র কিনিয়া শতকরা ৫০ ভাগ নম্বর পাইলেই হইল। হাতে দশ লাখ লইয়া সূর্যমন্ত্র জপিলেই চিচিং ফাঁক! মেডিক্যাল কলেজের দরজা খুলিয়া যাইবে। শিক্ষক নাই, লাইব্রেরি নাই, আধুনিক যন্ত্রপাতি নাই — এই তো এ-রাজ্যে সরকারি চিকিৎসাবিদ্যার ইস্কুল। দিল্লির মেডিক্যাল কাউন্সিলের পরিদর্শকেরা প্রতি বছর এই বেহাল মেডিক্যাল কলেজগুলির অনুমোদন বাতিল করিবার হুমকি দিতেছে। রাজ্য সরকার প্রতি বছর পরিদর্শকদের নানা কায়দায় ধোঁকা দিয়া অনুমোদন 'ম্যানেজ' করিতেছে। যাহাদের সন্দেহ হয় স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতে পারেন। সরকার অনুমোদিত প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি পরিদর্শন করিলেই বুঝিবেন যৌথ উদ্যোগের কী মাহাত্ম্য! ইহাকে, উপযুক্ত পাঠ না দিয়া, সরকারি সার্টিফিকেট বেচার কেন্দ্র বলিলে ভুল হয় না।

কলিযুগে কালমাহাত্ম্যে অযোগ্যতম ব্যক্তি মন্ত্রী হয় — তাহা হইলে ডাক্তারের কী দোষ? কিন্তু সুরেশবাবু পুরনো কায়দায় জালিয়াতি করিয়াছেন। বাজার অর্থনীতির বর্তমান যুগে জালিয়াতির ধারণার আধুনিকীকরণ ঘটান নাই। নহিলে, এ রাজ্যে আসিয়া বামফ্রন্টের সহিত যৌথ উদ্যোগে মেডিক্যাল কলেজ খুলিয়া বেসরকারি সার্টিফিকেট বেচিলে তিনি শিল্পপতির শিরোপা পাইতেন। কিন্তু বুদ্ধির দোষে তিনি এখন গারদে। পাঠক সার বুঝিবেন — সরকারি অনুমোদন না থাকায় যাহাকে জালিয়াতি বলা হয়, অনুমোদন থাকিলে তাহার নামই "উন্নয়ন"।

৫ই আগস্ট
সর্বহারার মহান নেতা
কমরেড শিবদাস ঘোষ
স্মরণদিবসে
সমাবেশ
রানি রাসমণি রোড • বিকাল ৪টা
প্রধানবক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ
সভাপতি ঃ কমরেড অনিল সেন

অনার্সে সীট কমানোর প্রতিবাদে ২২ জুলাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি এস ও'র বিক্ষোভ

পুর এলাকায় খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদে এস ইউ সি আই

এস ইউ সি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ গত ২৩ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন —"কলকাতা ও হাওড়া কর্পোরেশন এবং সল্টলেক মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার যে বাস্তু-জমিতে শতক প্রতি খাজনা ছিল ২ টাকা, রাজ্য সরকার তা করেছে ৪৫ টাকা। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে শতক প্রতি খাজনা ছিল ৩ টাকা, এখন করেছে ২০০ টাকা। কে এম ডি এ এলাকায় বাস্তুজমিতে শতক প্রতি খাজনা ছিল ৩ টাকা, এখন করেছে ৩৫ টাকা, বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে শতক প্রতি খাজনা ছিল ৩ টাকা, হয়েছে ১৫০ টাকা।

রাজ্য সরকারের এই অত্যধিক খাজনা বৃদ্ধি সংকটগ্রস্ত জনগণের উপর আর একটা মারাত্মক আঘাত হিসাবে এল।

আমরা রাজ্য সরকারের জনবিরোধী খাজনা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি করছি।"

এ আই ডি ওয়াই ও প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সভা-সমাবেশ

যুবজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির সমাধানের দাবিতে এ আই ডি ওয়াই ও দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসছে। একদিকে তীব্র বেকার সমস্যা, অপরদিকে সিপিএম সহ সংসদীয় দলগুলির বেকার যুবসমাজকে নানান অসামাজিক কাজে প্ররোচিত করা, নির্বাচনে পেশীশক্তি হিসাবে ব্যবহার করা, মদ-জুয়া-ড্রাগ, নোংরা সিনেমা ও পত্রপত্রিকার ব্যাপক প্রসার যুবজীবনকে তীব্র সংকটের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। এযুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার আলোকে এ আই ডি ওয়াই ও দেশব্যাপী যুবআন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে আন্দোলনের নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে চলেছে। আন্দোলনের এই ধারাবাহিকতাতেই রাজ্য জুড়ে পালিত হল এ আই ডি ওয়াই ও'র ৩৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস ২৬ জুন থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত 'দাবি পক্ষ' ঘোষণা করে। এই পক্ষকাল ধরে রাজ্য জুড়ে ব্যাজ পরিধান, শহিদ বেদীতে মাল্যদান, আলোচনা সভা, পথসভা, যুব-মিছিল, সদস্য সংগ্রহ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা সহ রজ্যের সমস্ত জেলাগুলিতে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে এই 'দাবি পক্ষ' পালিত হয়।

মুর্শিদাবাদ

ছাত্রছাত্রীদের আইন অমান্য

শিক্ষায় ব্যাপক ফি বৃদ্ধি, বেসকারীকরণ, ব্যবসায়ীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণের প্রতিবাদে মুর্শিদাবাদ জেলা সারা ভারত ডি এস ও ২১ জুলাই আইন অমান্যের কর্মসূচি গ্রহণ করে। জেলার বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে আগত প্রায় তিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী খাগড়া চৌরাস্তায় নেতাজী মূর্তির মোড় থেকে একটি সুসজ্জিত মিছিল সহকারে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে কালেক্টরেট অভিমুখে গেলে বিরাট পুলিশ বাহিনী নেতৃবৃন্দ সহ ৩ শতাধিক ছাত্রছাত্রীকে গ্রেপ্তার করে। সংগঠনের সভাপতি কমরেড রফিকুল ইসলাম ও সম্পাদক কমরেড বরুণ মণ্ডল জানান, এই আইন অমান্যই শেষ নয়, সরকার দাবি না মানলে আগামী দিনে লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। ২৯ জুলাই সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘটকে সফল করার জন্য তাঁরা আবেদন জানান।

বিদ্যুতের মাশুল, শিক্ষায় ফি ও হাসপাতালের চার্জবৃদ্ধি, জমির বাড়তি খাজনা ও সেস, বর্ধিত পরিবহণ ভাড়া প্রভৃতি প্রত্যাহার এবং শ্রমিক ছাঁটাই, লেঅফ-লকআউট বন্ধ করা, চটশিল্পের কালাচুক্তি বাতিল করা ও অসংগঠিত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি দেওয়া প্রভৃতি দাবিতে

এস ইউ সি আই-এর ডাকে

২১ আগস্ট বাংলা বনধ সফল করুন

সম্পাদক মানিক মুখার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।
ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net